R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিশ্বাস সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১২ই মার্চ ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ২৲, সডাক ১০৲

রাজ্যের আপত্তি উপেক্ষা করে ফরাক্কা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল

গঙ্গা নদীর জল বণ্টন সম্পর্কে ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির আগে অর্থাৎ ঐ বছরের ৪ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় ও সর্বদলীয় এক প্রতিনিধি দল দিল্লীতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং জাহাজ ও পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে যান। তাঁদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এই দাবী রাখা হয় যে, কলকাতা বন্দরের নিরাপত্তার জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে ন্যূনতম ৪০০০০ কিউসেক জল ছাড়া প্রয়োজন। কিন্তু এই দাবী উপেক্ষা করে তদানীন্তন জনতা সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার জল বণ্টন সম্পর্কে যে চুক্তি করেন তাতে পশ্চিমবঙ্গে তথা পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির স্বার্থ ভয়ানকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। ভাগীরথী ও হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা তথা কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ওই চুক্তিতে নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ভারত সরকারের কাছে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের তথা পূর্ব ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর এই জলবণ্টন চুক্তি রাজ্য সরকারের মতামত ও আপত্তি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সম্পাদিত হয়। সম্প্রতি ফরাক্কা থেকে কম জল ছাড়ার ফলে কলকাতা বন্দরের ক্ষতির আশঙ্কা বিষয়ে এম এল এ নীরেন রায় ও আবুল হাসনাৎ খানের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উত্তরে এ তথ্য জানান রাজ্য সেচমন্ত্রী। তিনি আরো জানান, ভারত বাংলাদেশ জলবণ্টন চুক্তিতে জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রতি ১০ দিন অন্তর উভয় দেশের মধ্যে জল বণ্টনের পরিমাণ কিরূপ হবে তার একটি তালিকা দেওয়া আছে। এ তালিকা হতে দেখা যায় যে, সর্বাপেক্ষা শুষ্ক মরশুমে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের ২১ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত ৫৫০০০ কিউসেক জলের মধ্যে ২০,৫০০ কিউসেক পাবে ভারত এবং ৩৪,৫০০ কিউসেক পাবে বাংলাদেশ। তবে ঐ চুক্তির একটি সর্তে বলা আছে যে, যদি কোন ১০ দিন সময়ের মধ্যে গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত জলের মোট পরিমাণ তালিকায় দেখানো পরিমাণাপেক্ষা কম থাকে তাহলে যে পরিমাণ মোট জল পাওয়া যাবে তাই উভয় দেশের মধ্যে তালিকায় বর্ণিত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। কিন্তু যদি এই হারে বাংলাদেশ যে পরিমাণ জল পাবে তা যদি তালিকায় বর্ণিত সেই সময়কার বাংলাদেশের প্রাপ্য জলের পরিমাণের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর ভাঙন প্রসঙ্গে রাজ্যের সেচমন্ত্রী

জঙ্গিপুর শহর আগে থেকেই ভাগীরথী নদীর ভাঙনের কবলে ছিল। গভীর খাতে নদীর স্রোত যেখানে বাম পারের দিকে সরে গেছে সেখানে ভাঙন খুব বেশী সক্রিয় ছিল। ফলে অনেকগুলি পাবলিক বিল্ডিংস—যেমন জঙ্গিপুর বাজার, পাবলিক লাইব্রেরী (সরস্বতী), জঙ্গিপুর কলেজ ইত্যাদি বিপদাপন্ন ও আশু ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল। ভাঙন প্রতিরোধকল্পে রাজ্য টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ১২ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্পের কাজ রাজ্য সরকার হাতে নেন এবং সেই কাজ ১৯৭৮ সালের বন্যার পূর্বেই সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটি বহুলাংশে সফল হয় এবং নদী স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন করে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে—জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনসাধারণের এই আশঙ্কা দূর হয়। ঐ প্রকল্প রূপায়ণের পর প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তা রক্ষণাবেক্ষণ করে উত্তর পারে ৬০০ ফুট এবং পূর্ব পারে ৩২০০ ফুট দীর্ঘ স্থান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। জঙ্গিপুরে ভাগীরথী নদীর জলস্তর জানুয়ারী মাসে সাধারণতঃ গড়ে ১২.৬৫ থেকে ১২.৭৩ মিটার আর এল জি টি এস-এ থাকে। ফিডার ক্যানেল চালু হওয়ার পর মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ওই স্থানে নদীর জলস্তর ১২.৩৩ থেকে ১৮.৬০ মিটার আর এল জি টি এস-এ থাকে। কিন্তু এ বছর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহেই জলস্তর ১৭.৩০ মিটার আর এল জি টি এস-এ নেমে যায় এবং ক্রমশঃ আরও নেমে গিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখে জলস্তর ১৬.৬৩ মিটার আর এল জি টি এস-এ দাঁড়ায়। জলস্তর এরূপ অস্বাভাবিকভাবে নেমে যাওয়ার ফলে সদরঘাট ফেরীর কাছাকাছি পারে একটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে পিচিং কাজের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সদর ফেরিঘাটের উপরের দিকে সরস্বতী লাইব্রেরী ও শিশু উদ্যানের নিকট পূর্ব পারের ৩০০ ফুটের মত দীর্ঘ স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নীচের দিকে ও পূর্ব পারের সংরক্ষিত অংশে সামান্য ক্ষতি হয়েছে, তবে তা সাধারণ রক্ষণ বেক্ষণের দ্বারা মেরামত করা সম্ভব। ঐ সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের জন্য আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে মনে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মেরামতি কাজ অচিরে আরম্ভ করে এই আর্থিক বছরের মধ্যেই শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

বিধান সভায় আর এস পি সদস্য অমল রায়ের প্রশ্নের উপরে রাজ্য সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

রেগুলেটর প্রসঙ্গে : পাগলা নদীর ওপর রেগুলেটর বসানোর ব্যাপারে সুতির এম এল এ মোঃ সোহরাবের এক চিঠির উত্তরে কেন্দ্রীয় শক্তি ও

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপাচার্যের জাঙ্গিপুর কলেজ পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দার ৮ মার্চ বিকেলে জঙ্গিপুর কলেজ পরিদর্শন করেন। কোন একজন উপাচার্যের জাঙ্গিপুর কলেজ পরিদর্শন জঙ্গিপুরের ইতিহাসে এই প্রথম। জাঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদ ওই দিন দুপুর বারটায় 'ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মাতৃভাষা' প্রসঙ্গে একটি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকাত-পুলিশ লড়াই

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ মার্চ—আজ সকালে শহরের কেন্দ্রস্থলে জঙ্গিপুর পুরসভা ভবনের কাছে একটি সেলুনের সামনে ডাকাতে পুলিশে একচোট লড়াই হয়। প্রকাশ, সাইফুদ্দিন সেখ নামে কুখ্যাত এক ডাকাতকে সোনাটিকুরি থেকে ধরে রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির হাবিলদার সুবোল মণ্ডলের সাইকেলে চাপিয়ে এ এস আই অনিল ভট্টাচার্য আর একটি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্দেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৬।

স্থানীয় বেকারত্ব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কল্যাণে ও কর্মসংস্থানের অভাবে আজ দেশের সর্বত্র যেভাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার ভয়াবহতা তেমনি সর্বজনবিদিত। জঙ্গিপুর মহকুমা এই বেকারির আওতার বাহিরে নয়, আমাদের পত্রিকার প্রতিবেদক গত সংখ্যায় ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থানীয় লোক নিয়োগে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য আজ আবার সকলেরই নূতন ভাবনা শুরু হইয়াছে।

বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত যুবকেরা যে দিন ফারাক্কা ব্যারেজে স্নান ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প তাহাদের মনে আশার আলো জ্বালিয়া ধরিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিলেন, বুঝি ঈশ্বর তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাস মোচনের অবসান ঘটাইবেন; আপন আপন পরিবারকে দুইহাত ভাত তুলিয়া যা হোক, দিতে পারিবেন; নিজেদের জীবনে আনিবেন স্বাচ্ছন্দ্যের ছন্দ। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিবেদনে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশান্বিত হইবার কিছু নাই; বরং একই সমস্যা আরও তীব্রভাবে প্রকট হইয়াছে।

ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নানা ধরনের কাজ চালাইবার আরম্ভ হইয়াছে। জমির অধিগ্রহণ এবং সেখানে বিভিন্ন বিভাগ নির্মাণে প্রাথমিক কাজ হইয়াছে। এখন পুরাপুরি কর্মযজ্ঞে নামিবার পূর্বে দক্ষ কর্মকুশলীর প্রয়োজন। স্কীল্ড ষ্টাফ বা কারিগরি লোকের নিয়োগে সমস্যা দেখা দিয়াছে। স্থানীয় বেকারদের মধ্যে নাকি এই শ্রেণীর লোক মিলিতেছে না। সুতরাং স্থানীয় বেকারদের মধ্যে কর্মহীনতার যে হাহাকার; তাহা অপরিবর্তিত রহিবে। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত করিতে বাহির হইতে স্কীল্ড ষ্টাফ বা কারিগরি লোক আমদানি করিতে হইবে। স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগটি নষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিবে না।

এই পরিস্থিতিতে আজ যাহা আশু প্রয়োজন; তাহা এই যে, স্থানীয় বেকার যুবকদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হউক। ১৯৮০ সালের ১৭১ জন কারিগরি কর্মীর প্রয়োজন, প্রতিবেদনে দেখা যায়। এইজন্য কারিগরি শিক্ষাদান আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সংস্থা; সুতরাং এত অতি তীব্র সঙ্কট মোচনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শতকরা ৮০ ভাগের চেয়ে কম হয় তবে ভারতের প্রাপ্য অংশ থেকে জল দিয়ে বাংলাদেশের প্রাপ্য জলের পরিমাণ কমপক্ষে ৮০ ভাগের সমান করতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাপ্য কোন সময়েই তালিকায় বর্ণিত পরিমাণের শতকরা ৮০ ভাগের কম হবে না, তাতে ভারতের ভাগে যত কম পরিমাণ জলই পড়ুক না কেন?

চুক্তির এই সর্তের ফলে শুখা মরশুমে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০) ১১০০০ থেকে ১৫০০০ কিউসেক জল পাওয়া যাচ্ছে। সেই কারণে চুক্তির ঐ সর্ত বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। ভাগীরথীতে জল কম থাকার দরুণ কালিকাপুর, পানিহাটি, নৈহাটি, দক্ষিণেশ্বর, বালি ইত্যাদি জায়গায় নৌকাপথে লঞ্চে নদী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ মাঝে মাঝে চরা পড়ে গেছে। কলকাতা বন্দরের নীচের দিকেও অনেক জায়গায় চরা পড়ে গেছে। হলদিয়ার কাছেও হুগলী নদীর বুকে চরা লক্ষ্য করা গেছে। অবিলম্বে ঐ সব চরা অপসারণ ও ভবিষ্যতে পলিপড়া বন্ধ না করতে পারলে কলকাতা-হলদিয়া বন্দরের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এই সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভাগীরথী নদী দিয়ে শুখা মরশুমেও কম পক্ষে ৪০,০০০ কিউসেক জলের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শক্তি ও সেচমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরী গত ৮ ফেব্রুয়ারী যখন এখানে এসেছিলেন তখন তার সাথে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয় এবং যাতে চুক্তি উক্ত মত বাতিল করা হয় এবং শুখা মরশুমেও অন্ততঃ ৪০ হাজার কিউসেক জল পাওয়া যায় সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। গত ২০-২৯ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ভারত বাংলাদেশ যুক্ত নদী কমিশনের বৈঠক ছিল। সেজন্য ২৬ ফেব্রুয়ারী রাজ্য সেচমন্ত্রী দিল্লীতে গনি খান চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করে পুনরায় লিখিতভাবে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি চুক্তির উক্ত সর্ত পরিবর্তন ও জলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছিলেন।

যেহেতু খরা মরশুমে ফরাক্কায় যে পরিমাণ জল আসে তা গঙ্গার নাব্যতা রক্ষা এবং কলকাতা ও হলদিয়া পোর্ট রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয় অর্থাৎ ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই দেশের প্রয়োজনমত জল পাওয়া যায় না, সেইহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনভিত্তিক জল ভাগাভাগির নীতি গ্রহণ করুন এই দাবী রাজ্য সরকার করছেন এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর সংযোগ সাধনের জন্য উভয় দেশের সরকারের নিকট অনুরোধ করছেন। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার যোগসাধনে নেপালকে জড়িত না করে উভয় দেশের সরকারকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি সহানুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ন মনোভাব নিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে সমাধান করতে অনুরোধ করছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দর ও জাহাজ পরিবহন মন্ত্রী এ পি শর্মাকেও উপরোক্ত বিষয়গুলি জানিয়ে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য উপরোক্ত দাবীগুলি করা হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গঙ্গা, ভাগীরথী হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা করে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর সেই হেতু হাওড়া ব্রীজ থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত অবিলম্বে ড্রেজিং করার দাবী জানানো হয়েছে। হুগলী নদীতে গঙ্গার জল বেশী আসছে বলে গত দু'তিন বৎসর হাওড়া ব্রীজের থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ড্রেজিং এর কাজ কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে হলদিয়া বন্দরের উপর হুগলী নদীর মুখে বলারি নামে একটা দ্বীপ তৈরী হচ্ছে এবং ঐ বন্দরের নীচে জেলিংহাম নামে আর একটা দ্বীপ তৈরী হচ্ছে। অবিলম্বে ড্রেজিং করে তা কেটে দেবার দাবী জানানো হয়েছে। তাছাড়া হলদিয়া বন্দরের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ২৪ পরগণার কুলপী থানার অন্তর্গত রাংগাফালা এলাকায় ৬।৭ মাইল স্থান জুড়ে হুগলী নদী ভীষণভাবে ভাঙছে বলে জাহাজ চলাচলের পথ হলদিয়া থেকে সরে রাংগাফালার দিকে চলে আসছে। তা এখনই রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে। তা না করলে জাহাজ চলাচলের পথ হলদিয়ার দিক থেকে সরে কুলপির দিকে চলে আসবে। ফলে হলদিয়া বন্দর অকেজো হয়ে পড়বে। তাই অবিলম্বে পরকো পাইন (বাঁশের খাঁচ) ও পাথর দিয়ে রাংগাফালার ভাঙন বন্ধ করার জন্য দাবী জানানো হয়েছে। কাকদ্বীপ সহরের ৫।৬ মাইল আগে হারউড পয়েন্ট থেকে কাকদ্বীপ সহর পর্যন্ত নদীর পারে বিরাট ভাঙন দেখা দিয়েছে। তা পাথর ও ইট দিয়ে অবিলম্বে বাঁধাবার জন্য দাবী করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁকে লিখিত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করে প্রতিকারের দাবী করার এবং সে বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি সব বিষয়ে শীঘ্রই তদন্ত করার জন্য কলকাতায় অফিসার পাঠাবেন এবং তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেচমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরী জানিয়েছেন, সেচ দফতরের সচিব বি সি প্যাটেল সম্প্রতি এলাকাটি পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের অসুবিধার কথা প্যাটেলকে জানিয়েছেন। কারিগরি ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে রেগুলেটরের বর্তমান সুবিধাজনক স্থান পরিবর্তন অনুকূল হবে না। প্যাটেল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য প্রস্তাব করায় ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় জনসাধারণকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পারাপারের সুবিধার জন্য পাগলা নদীর উপর ১টি সেতু তৈরীর সংস্থানও হয়েছে। আজিমগঞ্জের চিত্তরঞ্জন মজুমদারকে লেখা এক চিঠিতে গনি খান চৌধুরী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বিদ্যুৎশক্তির যাতে পুরো সদ্ব্যবহার হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা দেখাই হবে তাঁর প্রথম কাজ।

মুর্শিদাবাদ জেলা লোক সংস্কৃতি উৎসব

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আগামী ২২শে ও ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৮০ সালে কান্দির হ্যালিডে ময়দানে মুর্শিদাবাদ জেলার লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই জেলার সমস্ত রকমের লোক সংস্কৃতি শিল্পীদের ঐ উৎসবে যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অংশগ্রহণেচ্ছু শিল্পীগণকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে :

১। জেলা তথ্য অফিস—বহরমপুর।

২। মহকুমা তথ্য অফিস—কান্দি, জঙ্গিপুর ও বহরমপুর সদর।

রীতিমত ছেলেমানুষী

জঙ্গিপুর, ১১ মার্চ—আজ এখানে দুটি বাচ্চা ছেলের মারামারিকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের লোকেদের মধ্যে মারপিট হয়ে গেছে। মারামারি তুঙ্গে ওঠার আগেই পুলিশ এসে পড়ায় অবস্থা শান্ত হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে দু'জনকে জাফরগঞ্জ ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে যায়।

সাইকেল ছিনতাই ঃ ১১ মার্চ সন্ধ্যায় সাগরদিঘি থেকে সানদীঘির কাছে একজন গ্রামবাসীর সাইকেল ছিনতাই হয়। ছিনতাইকারীরা গ্রামবাসীটিকে ছুরিকাঘাতে ঘায়েল করে সাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় বলে খবর।

৯ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর—ওমরপুর সড়কে আবার সাইকেল ছিনতাই হয়। ছিনতাইকারীরা দু'জন আরোহীকে প্রচণ্ড প্রহার করে সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে জনসাধারণ তা বুঝতে পারেন না।

মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণ

মুর্শিদাবাদ জেলা মৎস্য আধিকারিকের দফতরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, পুকুর তৈরী, চারাপোনা উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে ৩ মার্চ থেকে এক মাসের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দফায় ২০ জন প্রশিক্ষককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা বছর দশটি প্রশিক্ষণ শিবিরে বহু মৎস্যজীবী জেলায় মৎস্যচাষের উন্নতিকল্পে সাহায্য করবেন। জেলা তথ্য দফতর থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক এর কৃষক সংগঠন অগ্রগামী কিষাণ সভার পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন বহরমপুর শহরে অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫—১৭ মার্চ। —প্রাপ্ত

অবস্থান সত্যাগ্রহ

বহরমপুর, ১২ মার্চ—যুদ্ধ বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও আসাম সমস্যার আশু সমাধানের দাবিতে এবং আফগানিস্তানে রুশ আক্রমণের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা যুব জনতার আহ্বানে আজ এখানে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ১২ ঘণ্টার অবস্থান সত্যাগ্রহ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। —প্রাপ্ত

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

মুরশিদাবাদ জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গান্ধীজীর জীবনের উপর একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রবন্ধ ডাকযোগে বা অন্য উপায়ে ৩১ মার্চের মধ্যে সম্পাদক—কান্দাই খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ, ৭৭ নং ব্রজভূষণ গুপ্ত রোড (তিতলা), পোঃ খাগড়া—এই ঠিকানায় পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। —প্রাপ্ত

ইউনিসেফ-এর সাহায্য

বিগত বছরের বন্যায় যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে সেগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য ইউনিসেফ ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ২.৫৫ কোটি টাকা) অর্থসাহায্য দিতে চেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইউনিসেফ-এর সাহায্য নিয়ে ১০টি বন্যাবিধ্বস্ত জেলার ৮২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। সবশুদ্ধ ৬০টি ব্লক এর আওতায় আসবে।

—নিউজ ব্যুরো

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(মাকা রেজিস্টার্ড এবং ট্রেডমার্ক নং
০, এস ৩২৫ ডম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন- ৭৪২২২৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জ ডায়মণ্ড এ্যাথলেটিক ক্লাব আয়োজিত ক্রিকেট ফাইনালে সাগরদীঘি দল জয়লাভ করেছে।

শিলিগুড়ি তিলক ময়দানে অনুষ্ঠিত রাজ্য যুব উৎসবে মুর্শিদাবাদের মহিলা দল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

দুর্গাপুর ডেভেলপ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুষমা ঘোষ তৃতীয় স্থান অধিকার করে জাতীয় পুরস্কারের অধিকার হয়েছে। আলটাস ইসলাম ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এরা দু'জনেই বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে।

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে অনুষ্ঠিত জঙ্গীপুর মহকুমা অন্তঃ স্কুল প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয় ছাবঘাটি স্কুল। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয় সিনিয়ার বয়েজ বিভাগে বিপদ দাস, জুনিয়ার বিভাগে তপন দাস, মেয়েদের ঐ বিভাগে যথাক্রমে কৃষ্ণ দাস ও রমা দাস।

৫ মার্চ বহরমপুরে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুরের বিপদ দাস ও ইতু দাস ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেন। ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে সাগরদীঘির তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজন প্রতিযোগী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে।

এ ছাড়াও কাঞ্চনতলা হাই স্কুল, বালিয়া হাই স্কুল ও অন্যান্য বহু স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ডাকাত-পুলিশ লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাইকেলে করে থানায় ফেরার সময় পুরসভার কাছে ওয়েলিংটনের সামনে সাইফুদ্দিন সাইকেল থেকে লাফিয়ে হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে উলটে পড়ে। ওই সাইকেলের ধাক্কায় এ এস আই-ও সাইকেল নিয়ে উলটে পড়েন। তার সাইকেলের কেরিয়ারে লাঠি এবং সাইফুদ্দিনের কাছ থেকে আটক করা হেঁসো ছিল। চোখের নিমেষে সাইফুদ্দিন সেই হেঁসো ছিনিয়ে নিয়ে এ এস আইকে আক্রমণ করে এবং চারবার হেঁসো চালায়। এ এস আই চারবারই বেঁচে যান। তাঁদের চিৎকারে লোকজন জড় হয়। সেলুন মালিক সীতারাম প্রামাণিক সাইফুদ্দিনের কাছ থেকে হেঁসোটি কেড়ে নেন। মনোহর আগরওয়ালা নামে এক যুবক ও হোমগার্ড কমানডান্ট অশোক চ্যাটার্জি সাইফুদ্দিনকে জাপটে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এখন সে পুলিশ হেফাজতে।

পুলিশ জানায়, সাইফুদ্দিনের মত তার ভাইও একজন কুখ্যাত ডাকাত এবং অনেক মামলার ফেরারি আসামী। তাকে ধরতে গিয়েই সাইফুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পথের মধ্যে ওই ঘটনা ঘটে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১০

কলেজ পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল উপাচার্যের কিন্তু পথমধ্যে তাঁর গাড়ী বিকল হয়ে যাওয়ায় তিনি সোয়া চার ঘণ্টা দেরীতে কলেজে পৌছান। তাঁর দেরী দেখে তার ঠিক পনের মিনিট আগে অনুষ্ঠান বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। বিকেল সোয়া চারটেয় কলেজে পৌছে অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য উপাচার্য দুঃখ প্রকাশ করেন বলে জানা যায়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
লেখার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

আহত জীবিত আছেন

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ মার্চ—সম্প্রতি জঙ্গিপুর—বহরমপুর রুটে একটি বাস থেকে একজন যাত্রীকে নামিয়ে খুন করা হয়েছে বলে একটি সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে রাধানগরের শচীন মণ্ডল নামে একজনকে ঘটনার দিন বাস থেকে নামিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরের পর তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। এখন তিনি জীবিত এবং সুস্থ। গ্রাম্য দলাদলি এই ঘটনার কারণ বলে পুলিশ জানায়।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

সন্তান হবে তখনই
যখন আপনি চাইবেন,
না চাইতে নয়

হঠাৎ সন্তান এলে বিবাহিত জীবনের নানা রঙ্গীন মুহূর্ত, নানা পরিকল্পনার শোচনীয় অবসান ঘটতে পারে। অনেকে এই ধরণের ভুলের মাশুল দিতে বাধ্য হয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই একই ভুল করবেন না।

মনে রাখবেন, রোগ সারানোর চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ভাল। দৈবের ওপর সব কিছু ছেড়ে দেবেন না।

নিরোধ ব্যবহার করুন

জন্মশাসনের জন্য পুরুষদের পক্ষে এটি খুব সহজ ব্যবস্থা। আপনার কাছাকাছি ওষুধের দোকানে বা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিরোধ পাবেন।

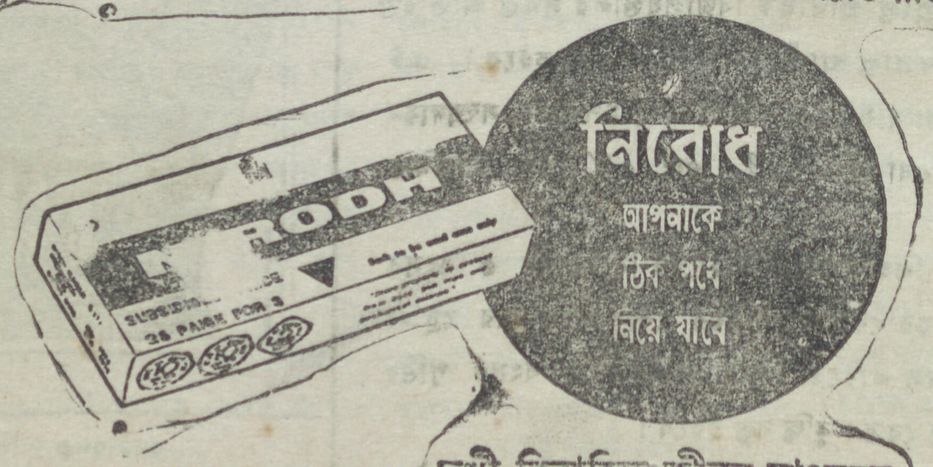

সুখী বিবাহিত জীবন যাপনে
একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়
davp 79/107

যাত্রা প্রতিযোগিতা ও নাট্যানুষ্ঠান

সম্মতিনগর, ১০ মার্চ—সম্মতিনগর উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী পাঁচদিনব্যাপী যাত্রা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, লালগোলা, সাহাবাদ ও রামপুরহাটের পাঁচটি যাত্রা সংস্থা অংশ নিয়েছিল।

২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ছোটকালিয়া অগ্রণী ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে 'রক্ত গোলাপ' ও 'বিবর্ণ সিন্দুর' নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

আলো থেকে অগ্নিকাণ্ড

সাগরদীঘি, ১২ মার্চ—গতকাল রাত্রে গাজিঘাটে উপলাই নদীর ফেরিঘাটের ঘরে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে পুড়েছে মেশিনের পাইপ ও ৩০টি মুরগি ছানা। লণ্ঠন উলটে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে বলে জানা যায়।

বসন্তে বসন্তের প্রকোপ

সাগরদীঘি, ১২ মার্চ—বসন্ত ঋতু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই থানার ইমামনগর, যোগপুর, সেখপাড়া, গোপাড়া প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপকভাবে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সহযোগিতা মিলছে না বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর পৌরসভা

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার অনুমোদিত প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্যানেল প্রস্তুতকল্পে **জঙ্গিপুর পৌর এলাকার অধিবাসিগণের নিকট হইতে** নিম্নলিখিত বিবরণসহ অত্র সংযুক্ত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে :—প্রার্থীগণের যোগ্যতা ন্যূনপক্ষে স্কুল ফাইনাল পাশ (অথবা তাহার সমতুল্য) হওয়া চাই।

প্রার্থীর বয়স ১-৩-৮০ তারিখে ১৮ বৎসরের কম হইবে না এবং তাহার নাম অবশ্যই কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে (ফরাক্কায়) রেজিষ্ট্রিভুক্ত থাকা চাই।

আগামী ২৫-৩-৮০ তারিখের মধ্যে জঙ্গিপুর পৌরসভার সভাপতির নিকট আবেদনপত্র পৌঁছান চাই।

দরখাস্তের সহিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, মূল পরীক্ষার মার্কসীট এবং তপশিলী/উপজাতি হইলে তাহারও প্রত্যায়িত অনুলিপি দিতে হইবে।

দরখাস্ত অবশ্যই সাদা কাগজে দেয় ফরমে এবং স্বহস্তে লিখিত হইতে হইবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত সকল নূতন প্রাথমিক শিক্ষকপদের মোট ৬০% শিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০% শিক্ষণবিহীন এবং চলমান অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্ত অতিরিক্ত শিক্ষকপদে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তপশিলী এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের যথাক্রমে ১৫% এবং ৫% পদ সংরক্ষিত থাকিবে।

শিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে তাঁহাদের নিয়োগের ৫ বৎসর মধ্যে পি টি/জুনিয়র বেসিক/সিনিয়র বেসিক/সিনিয়র ট্রেনিং সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় ৫ বৎসর পূর্তির পরপরই নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি বন্ধ হইবে।

[পাশের কলমে দ্রষ্টব্য

নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সরকার নির্দ্ধারিত হারে বেতন ও ভাতা পাইবেন।

৭-৩-৮০

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি, জঙ্গিপুর পৌরসভা
রঘুনাথগঞ্জ

প্যানেলভুক্তির জন্য আবেদনপত্র

১। প্রার্থীর পুরা নাম—

২। পিতা/স্বামীর নাম—

৩। প্রার্থীর ঠিকানা—

৪। ১-৩-৮০ তারিখে বয়স—

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা—

উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম—

শ্রেণী/বিভাগ সাল

মোট প্রাপ্ত নম্বর—

প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসাব—

(শিক্ষণপ্রাপ্ত হইলে প্রত্যায়িত সকল বিবরণ দিতে হইবে)

৬। প্রার্থী তপশিলী/উপজাতি কিনা—

(হইলে প্রমাণপত্রের অনুলিপি আবশ্যক)

৭। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের নামসহ রেজিষ্ট্রিভুক্ত হওয়ার নম্বর ও তারিখ

তারিখ স্বাক্ষর

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।